Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-06-2026 19:18 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১২ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬৯ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

‘শরণার্থীদের তাড়াও’, আইএসের ধাঁচে হামলা ঘিরে অগ্নিগর্ভ উত্তর আয়ারল্যান্ড

হরমুজ ও সংলগ্ন অঞ্চলে নাবিক নিরাপত্তায় ‘বিশেষ সতর্কতা’

দু’দিনের মধ্যেই গোটা রাজ্যে মৌসুমি বায়ু! উত্তরে বৃষ্টি, জৈষ্ঠের শেষেও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা

অখণ্ড কংগ্রেস গড়ার স্বপ্ন ?

তৃণমূল ও এনসিপি-র সংযুক্তিকরণের জল্পনা তুঙ্গে

নয়া জামানা ঃ ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হওয়ার মাঝেই এবার অখণ্ড কংগ্রেস গড়ার সম্ভাবনার কথা সামনে এল। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে দাবি করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস এবং শরদ পওয়ারের এনসিপি ; উভয় দলই কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে আগ্রহী।পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর কার্যত অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে তৃণমূল। এই পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে ফিরতে আগ্রহী বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, একসময় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেই তৃণমূল কংগ্রেস গড়েছিলেন মমতা। একইভাবে শরদ পওয়ারও ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এনসিপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে ভাইপো অজিত পওয়ার দল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ায় দলীয় প্রতীকও হাতছাড়া হয় তাঁর।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নানা পাটোলে বলেন, পওয়ার সাহেব আগেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য।

কিছু কারণে তা পিছিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভোট ভাগ বন্ধ করতে সমমনস্ক দলগুলির একত্রিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সেই প্রক্রিয়া জাতীয় স্তরে শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, তৃণমূল ও শরদ শিবির উভয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্তিকরণে আগ্রহ্ব দেখাচ্ছে।এই প্রসঙ্গে শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউতও সম্প্রতি বলেছেন, যে দলগুলি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের এবার ফিরে আসা উচিত এবং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।তবে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলকে নিয়ে দল তাড়াহুড়ো করতে রাজি নয়। হাত শিবিরের অবস্থান হল, তৃণমূলকে আগে নিজে থেকে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব দিতে হবে। কংগ্রেসের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হবে না। অন্যদিকে বুধবার কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সাফ জানিয়ে দেন, তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের যাবতীয় জল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করতে সত্যিই কি অখণ্ড কংগ্রেস গড়ার পথে হাঁটছেন রাহুল গান্ধীরা ?

সারলো ‘ব’লোগো

নয়া জামানা ঃ যুবভারতীর পর সৈকত শহর! সল্টলেকের অদ্ভুত মূর্তির পর সরিয়ে দেওয়া হল দিঘার বিশ্ববাংলা লোগো। খুলে ফেলা হল পুরনো দিঘার ১ নম্বর বিশ্ববাংলা গেটের কাছে থাকা ‘ব’ লোগো। সমুদ্র সৈকতের ধার থেকে তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই লোগো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

হাতির পিঠে দিলীপ

নয়া জামানা ঃ নাগরাকাটার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপকণ্ঠে জলঢাকা নদীর তীরে ‘চায়ে পে চর্চা’ য় যোগ দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। গত বৃহস্পতিবার তিনি চাপরামারি অভয়ারণ্যের বন বাংলোয় রাত্রি যাপন করেন। শুক্রবার সকালে স্ত্রী রিঙ্কু কে নিয়ে চলে আসেন জলঢাকা তীরে সেখানে প্রাতর্ভ্রমন করেন। কথা বলেন স্থানীয়দের সাথে। জলঢাকার রবীন্দ্র ভানু মোড়ে একটু চায়ের দোকানে চা খান। তাঁর সাথে ছিলেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা। সবুজের মাঝে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে পড়েন মন্ত্রী।

সরলো মমতার বই

নয়া জামানা ঃ এপাং, ওপাং, হাম্বা হাম্বা থেকে টর্নেডো-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতাগুলি বারবার চর্চায় থেকেছে। কম সমালোচনাও হয়নি। আবার তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-সহ সব লাইব্রেরিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই রাখার নির্দেশিকা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপি এই নিয়ে কটাক্ষও করেছিল।

ডবল ইঞ্জিনের সুফল পাচ্ছে বাংলা, ২২ জুন বাজেটে চমকের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রথমবার বাংলায় সরকার গঠন করেছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রেও বিজেপি সরকার থাকায় এখন রাজ্য ও কেন্দ্র একযোগে কাজ করছে। এই ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের সুফল ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন রাজ্যবাসী বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। পাশাপাশি আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট পেশের আগে চমকের ইঙ্গিতও দিলেন তিনি।শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সরকারের মাত্র এক মাস হয়েছে। আর এর মধ্যেই বাংলার সাধারণ মানুষ ডবল ইঞ্জিন সরকারের আসল স্বাদ পেয়ে গিয়েছেন।তিনি আরও জানান, চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেরাই এই সরকারের কাজের প্রচারক হয়ে উঠবেন।ক্ষমতায়

আসার প্রথম মাসেই একাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ১ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধাদানকারী ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ কার্যকর করা এবং দীর্ঘ আটকে থাকা জনগণনার কাজও পুনরায় শুরু হয়েছে। পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে এই কাজগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়েছিল।বাজেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২২ তারিখ বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হতে চলেছে। সেই বাজেটে আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, এই নতুন সরকার কীভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক দিক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলে পশ্চিমবঙ্গকে এক নতুন উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভা ভোটের আগে অন্তবর্তীকালীন বাজেট পেশ করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার। সেই বাজেটে ‘যুবসাথী’-সহ বেশ কিছু বড় ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ভোটের রায়ে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। এখন নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য কী বার্তা থাকবে, সেই প্রতীক্ষায় রয়েছেন বাংলার মানুষ।

টাটাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ফের টাটা গোষ্ঠীর বিনিয়োগ আনার ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলায় টাটাকে নিয়ে আসব।তবে হুগলির সিঙ্গুরেই টাটা বিনিয়োগ করবে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দেননি তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুরের মাটির প্রকৃতি এখন বদলে গিয়েছে।

পুরনো কারখানার রড ও সিমেন্ট মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সেখানে নতুন বিনিয়োগ জটিল হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিল্প প্রকল্পের প্রস্তাব তাঁর কাছে এসেছে এবং সেগুলি পর্যালোচনার জন্য শিল্পসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বাম আমলে সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আন্দোলন ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। টাটা গোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সময় রতন টাটা মন্তব্য করেছিলেন, মমতা বন্দুকের ট্রিগার টিপে দিলেন।পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কৃষকরা তাঁদের জমি ফিরে পান।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-06-2026 19:18 Page 2

যৌন সুখের সন্ধান দিচ্ছে এই ডেটিং অ্যাপ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের সম্পর্কের সমীকরণও দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ভারতে 'সিক্রেট' বা গোপন ডেটিং অ্যাপের ব্যবহার এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পরকীয়া অপরাধমুক্ত হওয়ার পর থেকে এই ধরনের ডেটিং প্ল্যাটফর্মগুলোর জনপ্রিয়তা এখন আকাশচুম্বী।হিসাব বলছে, গত পাঁচ বছরে সাড়ে চার কোটিরও বেশি ভারতীয় এই 'সিক্রেট' ডেটিং অ্যাপগুলো ব্যবহার করেছেন বা এগুলো নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। শুধুমাত্র গত এক বছরেই প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ এই অ্যাপগুলোতে নতুন করে 'সাইন আপ' বা নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর ফলে 'টিন্ডার' বা 'বাম্বল'-এর মতো মূলধারার ডেটিং অ্যাপগুলোর একচেটিয়া জনপ্রিয়তায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে।সাধারণ ডেটিং অ্যাপগুলো যেখানে মূলত অবিবাহিতদের সঙ্গী খোঁজার জন্য তৈরি, সেখানে 'সিক্রেট' ডেটিং অ্যাপগুলোর লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা। নাম গোপন রেখে সম্পর্ক তৈরি, ওয়ান-নাইট স্ট্যান্ড বা অনীহা ছাড়াই গোপন শারীরিক সম্পর্ক, বিবাহ-বহির্ভূত ডেটিং, সমকামী সম্পর্ক কিংবা বহুগামিতা (থ্রিসাম বা একের বেশি মানুষের সাথে যৌনতা);এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই অ্যাপগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। ভারতের বাজারে এখন 'গ্লিডেন' , 'থ্রিফান' , 'বাডু' , 'মামবা' , 'গ্রিন্ডার' , 'কিসমিয়া' , 'পিওর' এবং 'নিম্ফ' -এর মতো অ্যাপগুলো অত্যন্ত সক্রিয়। ফরাসি বিবাহ-বহির্ভূত ডেটিং অ্যাপ 'গ্লিডেন'-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ইতিমধ্যেই তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো, গত দুই বছরে এই অ্যাপে নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীদের সিংহভাগই বিবাহিত বা দীর্ঘদিনের কোনও স্থায়ী সম্পর্কে রয়েছেন। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতের মেগাসিটিগুলোই এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। 'গ্লিডেন'-এর মোট ব্যবহারকারীর ১৮শতাংশ বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। এরপরই রয়েছে যথাক্রমে হায়দরাবাদ (১৭ শতাংশ), দিল্লি (১১শতাংশ), মুম্বই (৯শতাংশ) এবং পুনে (৭শতাংশ)। প্রথম সারির শহরের পাশাপাশি দ্বিতীয় সারির শহরগুলোতেও এই প্রবণতা ছড়াচ্ছে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, পার্টনারের অজান্তে বাইরের কারও সাথে মানসিক, শারীরিক বা ভার্চুয়াল সম্পর্কে জড়ানোই হল এক প্রকার বিশ্বাসভঙ্গ বা পরকীয়া। তবে বর্তমান যুগে এই পরকীয়ার সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -এর হাত ধরে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় ৪৯ শতাংশ ভারতীয় জীবনে অন্তত একবার নিজের বাস্তব সঙ্গীর চেয়ে কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ বা মানসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রধান কারণ হলো চরম 'একাকিত্ব'। মানুষ এখন নিজের মানসিক চাহিদা বা অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন।

কিন্তু সেই অপূর্ণতা ঢাকতে গিয়ে অনেকেই নৈতিকভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন। আর মানুষের এই একাকিত্ব, আবেগ এবং গোপন আকাঙ্ক্ষাকেই অত্যন্ত চতুরতার সাথে কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়িক মডেলে রূপান্তর করেছে এই সিক্রেট ডেটিং অ্যাপগুলো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী পরমাণু বোমা রয়েছে এই দেশের হাতে....

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ষাট বছরেরও বেশি সময় আগের এক শীতল সকালের কথা। ১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর আর্কটিক সাগরের প্রত্যন্ত এক দ্বীপে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জার বোম্বা' বা বোমাদের রাজা। সাধারণ মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনাটিকে ক্রুশ্চেভের রাজনৈতিক দাপট বা শক্তির প্রদর্শন হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

কিন্তু পারমাণবিক ইতিহাসবিদ অ্যালেক্স ওয়েলারস্টেইনের একটি নতুন গবেষণা এবং সম্প্রতি অবমুক্ত হওয়া কিছু গোপন সরকারি নথিপত্র এই বোমার পেছনের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চমকপ্রদ সত্য সামনে নিয়ে এসেছে।

বিস্ফোরণটি কতটা মারাত্মক ছিল, তা শুধু সংখ্যার বিচারে বোঝা কঠিন। হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে এটি ছিল প্রায় ৩৩০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। এর ফলে তৈরি হওয়া আগুনের গোলাটি আকাশে প্রায় ছয় মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং মাশরুম ক্লাউড বা ধোঁয়ার মেঘ বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ ভয়ের বিষয় হল, এই বোমাটি আসলে ১০০ মেগাটনের শক্তি দিয়ে তৈরি করার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে পরিবেশের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়কারী প্রভাবের কথা চিন্তা করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এর ক্ষমতা অর্ধেক বা ৫০ মেগাটনে নামিয়ে আনেন।সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি অবশ্য রাশিয়ার নয়, বরং আমেরিকার। জনসমক্ষে যখন আমেরিকা এই সোভিয়েত পরীক্ষাকে এক ধরণের পাগলামি বা ফাঁকা আওয়াজ বলে উপহাস করছিল, পর্দার আড়ালে তখন মার্কিন বিজ্ঞানীরা নিজেরাও এর চেয়েও বড় দানবীয় বোমা বানানোর নকশা তৈরি করছিলেন। মার্কিন পরমাণু বোমার জনক এডওয়ার্ড টেলার তখন ১০ হাজার মেগাটন ক্ষমতার এক কল্পনাতীত বোমার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছিলেন, এই ধরণের একটি বোমা যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৮ মাইল ওপরেও ফাটানো যায়, তবে এক নিমেষে ফ্রান্সের মতো একটি আস্ত দেশ আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানী নিজেই এই ধারণায় শিউরে উঠেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য এই বোমাটি কেবল লোকদেখানো কোনো বিষয় ছিল না, বরং তাদের প্রযুক্তির এক বিরাট লাফ ছিল। বিজ্ঞানী আন্দ্রেই শাখারভ এবং তাঁর দল প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরা চাইলে যেকোনও আকারের পরমাণু বোমা তৈরি করতে সক্ষম। আমেরিকার তৎকালীন কেনেডি প্রশাসনের গোপন নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, মার্কিন সামরিক নীতিপ্রণেতারা এই ঘটনাকে মোটেও হালকাভাবে নেননি। তাঁরা গভীরভাবে ভেবেছিলেন যে মাটির গভীরে থাকা সোভিয়েত বাঙ্কার ধ্বংস করতে আমেরিকারও এমন দানবীয় বোমার প্রয়োজন আছে কি না। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই পথ থেকে সরে আসেন এবং বোমার আকার না বাড়িয়ে ক্ষেপনাস্ত্রের নিশানা নিখুঁত করার দিকে মনোযোগ দেন।ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বর্তমান পৃথিবীর জন্যও এক বড় সতর্কবার্তা। জাতীয়তাবাদ, ভয় আর উন্নত প্রযুক্তির অন্ধ অহংকার কীভাবে পরাশক্তিগুলোকে এমন এক মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিতে পারে;যার কোনও বাস্তব সামরিক যুক্তি নেই, কেবলই এক আত্মঘাতী উন্মাদনা; জার বোম্বার গল্প আমাদের সেই নির্মম সত্যেরই মুখোমুখি দাঁড় করায়।

পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ে অশনি সংকেত বিজ্ঞানীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভয়াবহ খবর দিলেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর উষ্ণতা তীব্র হচ্ছে এবং জলবায়ু, সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে সতর্ক করলেন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা। একই সঙ্গে তাঁরা বলেছেন, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার আর্থিক বরাদ্দে কাটছাঁটের কারণেই বৈশ্বিক উষ্ণতা পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা হুমকির মুখে পড়তে পারে।জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক প্যানেলের সদস্য সহ বিশ্বের ৭০ জনের বেশি বিজ্ঞানী বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বার্ষিক যৌথ গবেষণায় এমনই দাবি করেছেন। তাঁরা মানবসৃষ্ট রেকর্ড উষ্ণতা এবং সমুদ্রে তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গবেষণার সহ লেখক ও আয়ারল্যান্ডের মেয়নুথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিটার থর্ন বলেছেন, এই সব সূচক মূলত একজন গুরুতর অসুস্থ রোগীর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের মতো, যার উপসর্গ দিন দিন আরও উদ্বেগজনক মাত্রায় বাড়ছে।জাতিসংঘ সমর্থিত পৃথিবী পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি গ্লোবাল ক্লাইমেট অবজারভিং সিস্টেমের ডেপুটি চেয়ার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন থর্ন। তিনি এমনও বলেন, 'আমার জীবনে এই প্রথম দেখছি, বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলো হয় পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে, নয়ত সেগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ছে।' আর্থ সিস্টেম সায়েন্স ডেটা সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ১.৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল, যার মধ্যে ১.৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্যই দায়ী মানুষের নানা কর্মকাণ্ড। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যেই মানবসৃষ্ট এই উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা ছুঁয়ে ফেলবে।২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নিচে এবং সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাবগুলো এড়ানো। গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্ব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাপ সঞ্চয় করছে। এর ফলে 'পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যহীনতা' আরও বাড়ছে। এর অর্থ হল পৃথিবীতে যে পরিমাণ রোদ বা তাপ ঢুকছে, সেই তুলনায় বাইরে বের হতে পারছে না। ফলে ভেতরেই তাপ আটকে থেকে পৃথিবী দ্রুত গরম হয়ে উঠছে।ব্রিটেনের লিডস ইউনিভার্সিটির জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অধ্যাপক ও এই গবেষণার প্রধান লেখক পিয়ার্স ফরস্টার বলেন, মানুষ পরিবেশ নষ্ট না করলে এই ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকত। কিন্তু ১৯৭০-এর দশক থেকে ভারসাম্যহীনতা ক্রমাগত বাড়ছে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলোতে তা দ্বিগুণ হয়ে এখন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। পৃথিবী দ্রুত উষ্ণ হওয়ার পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে।

প্রথমত, কল-কারখানা ও গাড়ি থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস ইতিহাসের সব রেকর্ড ভেঙেছে। দ্বিতীয়ত, বাতাস থেকে অ্যারোসল বা ধূলিকণার মতো দূষণরোধী উপাদান কমে গিয়েছে। এই ধূলিকণাগুলো আগে আয়নার মতো সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে পৃথিবীকে কিছুটা ঠান্ডা রাখত, এখন সেই ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা কমে গিয়েছে। তবে এই উষ্ণায়নের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, যা এখন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বাতাসে মিশছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-06-2026 19:18 Page 3

কাটমানি ফেরতের দাবিতে মাইকিং, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এবার কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে সরব হলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় মাইক বেঁধে প্রচার চালিয়ে তৃণমূলের একাংশ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, গরিব মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নাম করে যে টাকা নেওয়া হয়েছে, সেই টাকা দ্রুত ফেরত দিতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে অভিযুক্তদের বাড়ি ঘেরাও করে বড় আন্দোলনে নামবেন গ্রামবাসীরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন সচেতন নাগরিক একটি ছোট গাড়িতে মাইক লাগিয়ে ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার চালান। গ্রামের অলিগলি, পাড়া-মহল্লা সব জায়গাতেই শোনা যায় তাঁদের বক্তব্য। মাইকে বারবার বলা হয়, গরিব মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে যাঁরা টাকা নিয়েছেন, তাঁদের সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়া, ১০০ দিনের কাজের সুবিধা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম তোলার মতো বিষয়কে সামনে রেখে বহু গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই ভেবেছিলেন টাকা না দিলে সরকারি সুবিধা পাওয়া যাবে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু নেতা-কর্মী কাটমানি আদায় করেছেন বলে অভিযোগ তুলছেন এলাকার মানুষ। মাইকিংয়ের সময় আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যারা খেটে খাওয়া মানুষের টাকা নিয়েছেন, তারা অবিলম্বে সেই টাকা ফেরত দিন। মানুষের কষ্টের টাকা নিয়ে আর বসে থাকা যাবে না। যদি দ্রুত টাকা ফেরত না দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে। এলাকার এক আন্দোলনকারী বলেন, গরিব মানুষ অনেক কষ্ট করে সংসার চালায়। সরকারি সুবিধা পাওয়ার আশায় অনেকেই ধার-দেনা করে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা আর ফেরত পাননি। এখন মানুষ আর চুপ করে বসে থাকতে রাজি নয়। সবাই একজোট হয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চাইছে। যারা টাকা নিয়েছে, তাদের সেই টাকা ফেরত দিতেই হবে।

ক্লাস চলাকালীন স্কুলে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেল শতাধিক ছাত্রী

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ স্কুলে তখন রোজকার মতোই পড়াশোনা চলছিল। কেউ ক্লাস করছিল, কেউ আবার টিফিন বের করে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎই স্কুলের দোতলার একটি ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বেলা নাগাদ জলপাইগুড়ি শহরের বেগুনটারি এলাকার সেন্ট্রাল গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। গরমের কারণে বর্তমানে স্কুলে সকালবেলার শিফটে ক্লাস চলছে। স্কুল ছুটি হওয়ার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান অনেকেই। এরপর দোতলার একটি ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। প্রথমে অনেকে বুঝতে পারেননি কী হয়েছে। পরে আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলজুড়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। প্রাইমারি বিভাগের শিক্ষিকা সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি জানান, তারা তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন।কয়েকজন ছাত্রী দৌড়ে এসে বলে যে একটি ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাইরে এসে তারা দেখতে পান আগুন লেগেছে এবং বিস্ফোরণের মতো শব্দ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ছোট ছোট ছাত্রীরা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। কেউ বাবা-মাকে ফোন করতে চাইছিল, কেউ আবার আতঙ্কে কাঁদছিল। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নীলিমা রায় জানান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। আগুন লাগার পরই দ্রুত দমকল, পুলিশ, বিদ্যুৎ দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও জানান, স্কুলের দোতলায় যেখানে মূল বৈদ্যুতিক সংযোগ, ট্রান্সফরমার ও মেইন সুইচ রয়েছে, সেই অংশেই আগুন লাগে। ক্লাস চলাকালীন এই ঘটনা ঘটলেও সব ছাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। কোনও ছাত্রী, শিক্ষক বা কর্মী আহত হননি। পরে অভিভাবকদের খবর দিয়ে ছাত্রীদের বাড়ি পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সোলার সংযোগ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের অংশে শর্ট সার্কিট হওয়ার কারণেই আগুন লেগেছে। তিনি বলেন, সময়মতো দমকল, পুলিশ এবং পৌরসভার কর্মীরা পৌঁছে যাওয়ায় বড় বিপদ এড়ানো গেছে। যদি অন্য কোনও সময়ে বা আরও বেশি ভিড়ের মধ্যে এই ঘটনা ঘটত, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারত। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নিকিতা বর্মন জানায়, তারা টিফিন খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ সবাই চিৎকার করে বলতে শুরু করে আগুন লেগেছে। তখন তারা দ্রুত ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে খুব ভয় পেলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভয় কিছুটা কেটে যায়। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী দিশা দাস জানায়, প্রথমে তারা ভেবেছিল বিদ্যুতের লাইনে সাধারণ কোনও সমস্যা হয়েছে। কিন্তু পরে ঘন ধোঁয়া বের হতে দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায়। ছোট ছাত্রীরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অনেকেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। পরে ম্যামরা সবাইকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যান। আরেক ছাত্রী তৃষা দাসও জানায়, হঠাৎ বিকট শব্দ ও ধোঁয়া দেখে স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৎপরতায় সবাই দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনার পর স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। দমকল কর্মীরা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লেগেছে বলে মনে করা হলেও ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সবচেয়ে স্বস্তির বিষয়, এত বড় ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা আহত হওয়ার খবর নেই। সময়মতো শিক্ষক-শিক্ষিকা, দমকল, পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলের শতাধিক ছাত্রী।

কয়লা-বালি পাচারকাণ্ডে ধৃত যুধিষ্ঠির ঘোষ, চাঞ্চল্য পাণ্ডবেশ্বরে

নয়া জামানা,আসানসোল ঃ বাম আমলে বেআইনি কারবারে হাতেখড়ি, আর তৃণমূল জমানায় দ্রুত উত্থান। কয়লা ও বালি পাচারকে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠার অভিযোগ বহুদিনের। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন পাণ্ডবেশ্বরের বহুল আলোচিত যুধিষ্ঠির ঘোষ। তাঁর গ্রেপ্তারিকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাণ্ডবেশ্বর-সহ সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই খোলামুখ খনি থেকে অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন এবং অজয় নদের বিভিন্ন ঘাট থেকে বালি পাচারের সঙ্গে যুধিষ্ঠির ঘোষের নাম জড়িয়ে ছিল। অভিযোগ, ওই অবৈধ কারবারের মাধ্যমে তিনি একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কয়লা ও বালি সরবরাহ করতেন। এই কারবারকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন তিনি।স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় যুধিষ্ঠির ঘোষের প্রভাব এতটাই ছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে অনেকেই ভয় পেতেন। কয়লা ও বালি কারবারকে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রভাবশালী চক্রের অন্যতম মুখ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। এলাকায় একাধিক বাড়ি, বিস্তীর্ণ জমিজমা, দামি গাড়ি এবং বিপুল অর্থসম্পদের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা মহলে জল্পনা চলছিল।এর আগেও কয়লা ও বালি পাচার চক্রের তদন্তে নেমে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেই সময় আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির নথিপত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছিল বলেও সূত্রের দাবি।শুধু অবৈধ কারবার নয়, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য এবং গালিগালাজের অভিযোগও রয়েছে যুধিষ্ঠির ঘোষের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ ঘিরেও অতীতে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এলাকায়।পুলিশ সূত্রে খবর, যুধিষ্ঠির ঘোষকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, কয়লা ও বালি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলছে।যুধিষ্ঠির ঘোষের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব বিস্তারকারী এই বিতর্কিত ব্যক্তির গ্রেপ্তারির ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

গ্যাসের অভাবে বন্ধ স্কুলের মিড-ডে-মিল,অভিভাবকদের ক্ষোভ

আমিনুর রহমান,নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ রান্নার গ্যাসের অভাবে এবার স্কুলের মিড- ডে মিলের রান্না নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রামের কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে। রান্নার গ্যাসের অভাবে মিড ডে মিলের রান্না বন্ধ হয়ে যায়।

ফলে কোন উপায় না দেখে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের বদলে শুকনো চিঁড়ে এবং ফল দিয়ে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। তবে পড়ুয়াদের পেট পুড়ে খাবার না জোটায় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাকে জানিয়ে নতুন সিলিন্ডার বুক করা হয়েছিল। কিন্তু গ্যাস এজেন্সির পক্ষ থেকে জানানো হয় ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ম অনুযায়ী সাপ্তাহে একদিন সোমবার বিল্লগ্রাম অঞ্চল সহ স্কুলগুলিতে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এর বাইরে কোনো স্কুলের গ্যাস শেষ হয়ে গেলে তাদের এজেন্সি থেকে নিজ দায়িত্বে সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছে কয়রাপুর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সতীনাথ গোস্বামী জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। সাধারণত এজেন্সির কর্মীরাই নতুন সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে খালি সিলিন্ডার নিয়ে যান। কিন্তু আকস্মিকভাবে গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ায় এদিন রান্না করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, মিড ডে মিল বন্ধ রাখা যাবে না বলে মানবিকতার খাতিরে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে পড়ুয়াদের চিঁড়ে ও ফল দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 12-06-2026 19:18 Page 4

বরানগরের ঐতিহাসিক সতীদাহ ঘাট

চতুর্দিকে আজ দাঙ্গা, বিবাদ, অশান্ত পরিবেশ, নারীদের ওপর অত্যাচার, হিংসা , বিবর্ণতায় ঢেকে গিয়েছে দেশটা। আঠারো শতকে আধুনিক মননের মানুষেরা আমাদের সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেকালে সমাজের চেহারা ছিল ভয়ানক। তখন সমাজের পরিস্থিতি বদলানো খুব একটা সহজ ছিল না। ধর্ম ছিল সমাজের প্রধান শক্তি আর তাকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার করে সমাজের পরিবর্তন এসেছিল। সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয় ইত্যাদি বন্ধ করতে সমাজ সংস্কার মানুষেরা এগিয়ে আসেন। কলকাতার উত্তরে সুপ্রাচীন জনপদ বরানগর। সমাজ সংস্কার, ধর্ম, সাহিত্য বহু বিষয়ে এই স্থানের মাহাত্ম্য উঠে এসছে। পশ্চিমে গঙ্গা বয়ে চলেছে। সেই আমলে এই গঙ্গা পথেই গিয়েছিলেন ডাচ ও ইংরেজদের নৌবহর। চারিদিকে ছোট বড় অনেক প্রাচীন মন্দির। এখানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সন্তানদের ছিল পোড়ো ভূতের বাড়ি অর্থাৎ আজকের বরানগর মঠ। চৈতন্য মহাপ্রভুও এসেছিলেন গঙ্গাতীরে এক ভক্তের গৃহে। এখন সেখানে হয়েছে ছোটো এক মঠ যার থেকে কিছুটা এগিয়ে মথুরানাথ স্ট্রিটে চোখে পড়বে একটি ঘাট। যার নাম ‘সতীদাহ ঘাট’। এর সাথে জড়িত অতীতের বহু কাহিনি। একসময় গঙ্গার পাড় ধরে এখানে অনেক বাগান বাড়ি ছিল। আগে এই জায়গাটির বিস্তীর্ণ অংশে বেশ গাছ-গাছড়ায় ঘেরা থাকত। বরানগরের এই গঙ্গার ঘাটেই সেকালের গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা হিন্দু বিধবাদের জীবন্ত দাহ করতেন। ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে সতীকে দাহ করা হত যাতে তাঁর আর্তনাদের শব্দ চাপা পড়ে যায়। দূর থেকে ভেসে আসত সেই বাদ্যের আওয়াজ। তখন মানুষ বুঝতে পারত সতীদাহ হচ্ছে। ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে জোর করে শুধু অল্পবয়স্ক বিধবা স্ত্রীদের নয়, বয়স্ক বিধবাদেরও সতী করা হত এই সতীদাহ ঘাটে। মূলত সম্পত্তির লোভ ও বয়স্ক মায়ের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই মায়েদেরকেও সতী করা হয়েছিল। সেই আমলে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন এসব অঞ্চলে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছিলেন, ইংরেজরা সাধারণ দেশীয়দের সাথে কঠোর আচরণ করলেও সকলের প্রতি এমনটা ছিলেন না। ক্যাপ্টেনের ভ্রমণ বেত্তান্তে সে কথাই উঠে এসেছে। বিশেষত যেসকল বিধবা স্ত্রীকে সতী করা হত, তাদের প্রতি কিছু ইংরেজের যুক্তিবাদী মন তথা ব্যক্তিত্বের দৃঢ় অবস্থান নজরে এসেছিল। কামারহাটির সমৃদ্ধ পরিবারের এক মানুষ কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বরানগরের এই সতীদাহ ঘাটে সহমরণে চিতায় জীবন্ত দাহ করা হয়। মধ্যযুগে আকবর নাকি এই প্রথাকে বন্ধের জন্য তৎপর হয়েছিলেন। রাজস্থানে রাজপুতদের মধ্যেও এই প্রথার চল ছিল। বরানগরে আগের সতীদাহ ঘাটটি গঙ্গার ভাঙনে সম্পূর্ণই ভেঙে যায়। কিছুটা অবশিষ্ট থাকলেও এখন সেখানে রেলিং দেওয়া বাধানো নতুন ঘাট হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি ঘাটে বসানো আছে। সেই আমলে রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দু সমাজ পার্লামেন্টে গেলেও তাঁর যুক্তিকে টলাতে পারেনি। রাজা রামমোহনের উদ্যোগে এই প্রথা বন্ধ হয়। বর্তমানে বরানগর পৌরসভার আয়োজনে প্রতিবছর বাইশে মে রামমোহনের জন্মদিবসে এই ঘাটে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান হয়। স্বাধীনতা দিবসের দিনটিতেও এখানে অনুষ্ঠান হয়। সবমিলিয়ে গঙ্গার ধারে শান্ত পরিবেশে অতীতের ঘাটটিকে ফিরে দেখার এটি এক প্রয়াস। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

চতুর্দিকে আজ দাঙ্গা, বিবাদ, অশান্ত পরিবেশ, নারীদের ওপর অত্যাচার, হিংসা , বিবর্ণতায় ঢেকে গিয়েছে দেশটা। আঠারো শতকে আধুনিক মননের মানুষেরা আমাদের সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেকালে সমাজের চেহারা ছিল ভয়ানক। তখন সমাজের পরিস্থিতি বদলানো খুব একটা সহজ ছিল না। ধর্ম ছিল সমাজের প্রধান শক্তি আর তাকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার করে সমাজের পরিবর্তন এসেছিল। সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয় ইত্যাদি বন্ধ করতে সমাজ সংস্কার মানুষেরা এগিয়ে আসেন। কলকাতার উত্তরে সুপ্রাচীন জনপদ বরানগর। সমাজ সংস্কার, ধর্ম, সাহিত্য বহু বিষয়ে এই স্থানের মাহাত্ম্য উঠে এসছে। পশ্চিমে গঙ্গা বয়ে চলেছে। সেই আমলে এই গঙ্গা পথেই গিয়েছিলেন ডাচ ও ইংরেজদের নৌবহর।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।